ভোরের কাগজ

৩/১০/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৮ ......

পাল্টে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র

সব হল ছাত্রদলের দখলে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : জাতীয় রাজনীতির পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এবং হলের চিত্র। সেই পুরোনো দৃশ্য আবার মঞ্চস্থ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্রী হলসহ সকল হলই পাঁচ বছর পর ছাত্রদল দখল করে নিয়েছে। গত সোমবার ভোর রাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ হলগুলোতে আসতে শুরু করে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। এদিকে বিভিন্ন হলে ছাত্রদলের কর্মীরা বঙ্গবন্ধুর ছবি সম্বলিত পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেছে। হলগুলোর বিভিন্ন রুম ভেঙ্গে তারা বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার ছবি সম্বলিত পোস্টার, বই ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দেয়। জিয়া এবং জগন্নাথ হলে ছাত্রদল ক্যাডাররা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিতে অগ্নিসংযোগ করেছে বলে হল সূত্রে জানা যায়। বিভিন্ন হলের দেওয়ালে এবং বোর্ডে লাগানো শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ছাত্রদল কর্মীরা হলের কর্মচারীদের দিয়েও উঠিয়ে ফেলেছে বলে জানা যায়।

বিভিন্ন হলে ছাত্রদল কর্মীরা ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের কক্ষের তালা ভেঙ্গে ঐসব কক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এদিকে ছাত্রদলের কয়েকজন ক্যাডার উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীকে পদত্যাগ করার জন্য হুমকি দিয়েছে বলে জানা যায়। তবে এ বিষয়ে জানার জন্য উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি।

হল দখলের ঘটনায় ছাত্রলীগের দুই নেতা-নেত্রীকে মারধর করা হয়েছে বলে জানা যায়। গত সোমবার ভোর রাতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে উত্তর পাড়ার জসীমউদ্দীন, জিয়া, বঙ্গবন্ধু এবং সূর্যসেন হলে অবস্থান নেয়। ছাত্রদল নেতা আরিফ এবং টিটুর নেতৃত্বে ছাত্রদল কর্মীরা বিনা বাধায় জসীমউদ্দিন হলে প্রবেশ করে।

গতকাল বিকালের মধ্যে জহুরুল হক হল ছাড়া সকল হলই ছাত্রদল নেতাকর্মীরা বিনা বাধায় দখল করে নেয়। মুহসীন, এস এম এবং জগন্নাথ হলসহ কয়েকটি হলে ছাত্রদল থেকে ছাত্রলীগে আসা নেতাকর্মীরা আবার সুযোগ বুঝে ছাত্রদলে যোগ দিয়েছে।

এই প্রথম জগন্নাথ হল দখল করতে পারলো ছাত্রদল।

মুহসীন হলের মনির, আলিম, আপেল, বিপ্লবসহ ১৫/২০ জন গতকাল ছাত্রদলকে হলে স্বাগত জানায়। এস এম হলেও ১৫/২০ জন ছাত্রলীগ কর্মী ছাত্রদলে যোগ দেয়।

জগন্নাথ এবং রোকেয়া হল দখলের সময় ছাত্রদল কর্মীরা উক্ত দুই হলের সভাপতি পলাশ এবং মেধাকে মারধর করে বের করে দেয়। জগন্নাথ হলে ছাত্রদল হল শাখার সভাপতি তরুণ দে এবং রোকেয়া হলের ফরিদা জিলি (মনির গ্রুপ) এই হল দুটি দখলে নেতৃত্ব দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি ছাত্রী হলে ছাত্রলীগের কর্মীরা অবস্থান করলেও গত সোমবার দুপুর থেকেই ছাত্রলীগের ছাত্র, নেতাকর্মীরা বিভিন্ন হল থকে চলে যেতে শুরু করে।

গত সোমবার রাতে জহুরুল হক হল ছাড়া কোনো ছাত্র হলের ছাত্রলীগের কোনো নেতাকর্মী অবস্থান করেনি। দু একজন ছোট নেতা এবং সুবিধাভোগী কর্মী যারা অবস্থান করছিল তারা গভীর রাতে ভোটের ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদলে ভিড়ে যান। দুপুরে ছাত্রদলের একটি গ্রুপ জহুরুল হক হলে প্রবেশ করতে চাইলে হল সভাপতি বাবু অস্ত্র দেখিয়ে তাদের প্রবেশে বাধা দেয়। ছাত্রদলের ঐ গ্রুপটি হল থেকে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের চলে যাওয়ার জন্য গতকাল বিকাল পর্যন্ত আল্টিমেটাম দিয়ে যায়।

এদিকে ছাত্রদলের প্রভাবশালী সব গ্রুপই নিজেদের দখলে হলগুলো রাখার জন্য তৎপর। জসীমউদ্দিন হলসহ বর্তমানে ৫টি হল নাসিরউদ্দিন পিন্টুর সমর্থক মামুন গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে বলে জানা যায়। শহীদুল্লাহ এবং রোকেয়া হল মনির গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনে এবং ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ কোনো ছাত্রলীগ নেতাকর্মীকেই দেখা যায়নি।